UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 06 ❑ 25 Apr., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

পথসভায় সিএএ আইন বাংলায় অনুবাদ করায় আক্রান্ত 'বাংলা পক্ষ'

প্রতিনিধি : বাংলা পক্ষের পথসভায় তাদের সাংগঠনিক সম্পাদককে বক্তব্য চলাকালীন মারধরের অভিযোগ উঠল। অভিযোগ বিজেপির দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার রাত দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার বাটা মোড় এলাকায়। সম্পাদক কৌশিক মাইতির অভিযোগ, "তিনি প্রকাশ্য পথসভা থেকে সিএএ আইন কে বাংলায় অনুবাদ করে বলছিলেন। সে সময় কয়েকজন বিজেপি কর্মী এসে গালিগালাজ করতে থাকে। প্রতিবাদ করতেই হেলমেট দিয়ে মারার চেষ্টা করে ধাক্কাধাক্কি দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বনগাঁ থানার পুলিশ, বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। সদস্যরা জানিয়েছেন, বাংলা পক্ষ সামাজিক সংগঠন। বাঙালির অধিকার রক্ষার সংগঠন। ভোট এসেছে, তাই রাজের বিভিন্ন জায়গায় সভা করে সিএএ বিষয়ে মানুষকে জানাচ্ছেন। এদিন সভা চলাকালিন কয়েকজন এসে সিএএ নিয়ে বলতে বাধা দেয়। বক্তব্য বন্ধ না করলে তারা কয়েকজন কৌশিক মাইতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বনগাঁ থানার পুলিশ এলে সমস্ত বিষয়ে খুলে বলে সংগঠনের সদস্যরা।

বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস বলেন, বনগাঁয় এ ধরনের ঘটনা অতীতে কখনো ঘটেনি। বিজেপি শাসিত রাজ্যের সংস্কৃতি এখানে আনতে চাইছে। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করেছি দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে। অভিযোগ অস্বীকার করে, 'বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'তৃণমূল ও বাংলাপক্ষ একই সংগঠন। তৃণমূল তৃণমূলের উপর হামলা চালিয়েছে। এর সঙ্গে বিজেপির কোন সম্পর্ক নেই।

মহিলাদের উপর হামলার অভিযোগ বিজেপির কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে, জখম ৩, পথ অবরোধ

প্রতিনিধি : গ্রামের মহিলারা জোটবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের আশা ছিল বনগাঁর বিদায়ী সাংসদ শান্তনু ঠাকুর এলাকায় এলে তার কাছে জানতে চাইবেন, গত ৫ বছর কেন তাকে দেখা যায়নি। কেন তিনি আমফান করোনার সময়ে এলাকায় আসেননি। অভিযোগ, বিদায়ী সাংসদ তথা এবারের বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরকে কাছে পেয়ে গ্রামের মহিলারা ওই কথা জানতে যাওয়ায় উল্টে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা গ্রামের মহিলাদের বেধড়ক মারধর করেছে বলে অভিযোগ। সোমবার সকাল দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার বাগদা পুরনো বাজার এলাকায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিন বাগদার পুরনো বাজার এলাকায় একটি মন্দিরে পুজো দিতে যান শান্তনু। সে খবর জানতে পেরে গ্রামের মহিলারা আগে থেকে দাঁড়িয়ে

ছিলেন। শান্তনু যেতেই তারা স্লোগান দেন, কেন শান্তনুকে পাঁচ বছর দেখা যায়নি। উল্টে বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা চোর চোর স্লোগান দিতে থাকে। দুপক্ষের মধ্যে বচসা হয়। এরই মধ্যে পুলিশের সহযোগিতায় মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে আসে শান্তনু ঠাকুর। মন্দির থেকে বেরোতেই গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ধাক্কাধাক্কি মারপিট বেধে যায়। অভিযোগ, গ্রামের মহিলাদের বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বেধড়ক মারধর করেন। চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামের মহিলারা পাল্টা প্রতিরোধ করেন। দু'পক্ষের

চতুর্থ পাতায়...

গ্রেফতার ২

প্রতিনিধি : রবিবার রাতে বনগাঁর বাটামোড় এলাকায় বাংলা পক্ষ সংগঠনের পথসভার উপর হামলা চালানোর অভিযোগে, পুলিশ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। সোমবার তাদের বনগাঁ শহর থেকে ধরা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম কিংকর সাহা ও সোনা দাস। রাতে বাটামোড়ে পথসভায় বিজেপির লোকজন বাংলা পক্ষের কর্মীদের ধাক্কাধাক্কি, হেলমেট দিয়ে মারধরের চেষ্টা, চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ। রাতেই বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্ত নামে পুলিশ। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'যাহা বাংলা পক্ষ তাহাই জয় বাংলা। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে ওই ঘটনা ঘটেছিল। ধৃতরা কেউ বিজেপির কর্মী নন।

ভয়াবহ চুরি

প্রতিনিধি ঃ মহকুমার প্রধান ডাকঘরে সিসি টিভি, নৈশ প্রহরী না থাকার সুযোগ নিয়ে তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে সারারাত ধরে তান্ডব চালালো চোরের দল। মঙ্গলবার গভীর রাতে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ মুখ্য ডাকঘরে। বুধবার সকালে পোষ্ট অফিসে এসে গেট খুলে ভিতরে ঢুকে দেখেন সমস্ত কাগজপত্র লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে আছে। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ওলট পালট করে গিয়েছে চোরেরা। আলমারিগুলি তালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বনগাঁ থানার পুলিশ।

পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ে ভারত থেকে প্রথম বাংলাদেশে গেলেন মহিলা ট্রাক চালক

প্রতিনিধি : পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে গেলেন মহিলা ট্রাক চালক। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ে

বাংলাদেশের বেনাপোলে গেলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা ট্রাক চালক অর্ণ পুরণী রাজকুমার। তিনি দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর বাসিন্দা।

এদিন সকাল ১০ নাগাদ পন্য বোঝাই ট্রাকটি পেট্রাপোল বন্দর হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এ বিষয়ে পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, চলতি বছর ১৯ মার্চ পেট্রাপোলে ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের সদস্য রেখা রায়কর কুমার জেন্ডার ইস্যু নিয়ে বলেন, পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও সমানভাবে আন্ত র্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ট্রাক নিয়ে যাতে যেতে পারে, সে দিকে নজর দিতে হবে। সেই মতোই এদিন প্রথম ভারতীয় মহিলা ট্রাক চালক ভারত থেকে পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ে পাড়ি দিলেন বাংলাদেশের মাটিতে।

বেহাল ষ্টেশন রোড, দুর্ভোগে যাত্রী সাধারন

নীরেশ ভৌমিক ঃ স্থানীয় বিধায়ক স্বপন মজুমদার ও বনগাঁর বিদায়ী সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের উদ্যোগে ও সুপারিশে নানান সমস্যায় জর্জরিত চাঁদপাড়া রেল স্টেশন অমৃত ভারত ষ্টেশনের মর্যাদা লাভ করে। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গত বৎসর আগষ্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চাঁদপাড়া রেল ষ্টেশনকে অমৃত ভারত ষ্টেশনের তালিকায় অর্ন্তভূক্তির কথা ঘোষণার মাস দুয়েকের মধ্যে কাজ শুরু হয়। কাজ হলেও অদ্যাবধি কাজের তেমন কোন অগ্রগতি ঘটেনি বলে রেলযাত্রীদের অভিমত। অন্যদিকে, ষ্টেশনের পশ্চিম পাশ দিয়ে উত্তরে নর্থ কেবিন থেকে দক্ষিনে ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি অবধি রেল সড়কটি দীর্ঘদিন যাবৎ বেহাল হয়ে রয়েছে। রাস্তার পাথর উঠে গিয়ে খানা খন্দের সৃষ্টি হয়েছে। তার উপর ষ্টেশনের

চতুর্থ পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ০৬❐ ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

দুর্নীতির জগদ্দল পাহাড়

গ্রীষ্মের দাবদাহে বাংলার মানুষের হাঁসফাস অবস্থা। তার মধ্যে রয়েছে ভোটের গরম। কে জেতে, কে হারে— তরজা চলছেই। তীব্র গরমকে উপেক্ষা লেবুজল, ডাবের জল পাথেয় করে ভোট প্রার্থীর প্রচার চলছেই। তার উপর তীব্র গরমকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে সাম্প্রতিক কালে এসএসসি সংক্রান্ত হাই কোর্টের রায়। চাকরীহারা হয়েছে ২৫৭৫৩ জন। একটা শব্দ চারিদিকে আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে— দুর্নীতি। বর্তমান সময়ে কেন, সুপ্রাচীন কাল থেকে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হয়েছে। তবে হাইকোর্টের এই রায় সমস্ত রকম দুর্নীতিকে ছাপিয়ে নতুন মাইলস্টোন তৈরি করে ফেলেছে। এ দুর্নীতি যেন সমগ্র বাঙালী জাতির লজ্জা। ঈশ্বরচন্দ্র- বঙ্কিমচন্দ্র- রবীন্দ্রনাথের বাংলার লজ্জা। কারণ এই দুর্নীতি শিক্ষা ক্ষেত্রে। 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।' শিক্ষায় যে জাতি যত বেশি উন্নত, বিশ্বে সে জাতি ততবেশি সমাদৃত। সেই শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি! শিক্ষিত সমাজ এটাকে কোনভাবে মেনে নিতে পারছে না। সবার মাথা যেন নিচু হয়ে যাচ্ছে। সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে— তুমি যদি কারো উপকার করতে না পার, ক্ষতি করো না। সমাজে কথিত বিদ্বজ্জন- নেতামন্ত্রীগণ তবে সমাজের এত বড় ক্ষতি কেন করল! একটা যুগকে ধ্বংসের পথে কেন এগিয়ে দিল! কে করবে ক্ষতিপূরণ? কে করবে শিক্ষা ক্ষেত্রকে কলুষমুক্ত? যে ব্যক্তি দুর্নীতিকে আশ্রয় করে শিক্ষক পদে আসীন হয়েছে, সে ছাত্র-ছাত্রীদের কী শিক্ষা দেবে? যার নিজের ভিত তৈরি হয়েছে দুর্নীতিকে আশ্রয় করে, সে কী কখনও সৎ, নীতিপরায়ণ ছাত্র সমাজ গঠন করতে সমর্থ হবে? কখনই তা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ কিন্তু শুধুমাত্র দুর্নীতি পরায়ণ শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিতাড়ন চায় না। তারা চায় দুর্নীতির মূল শিকড় উৎপাটন করতে। আর তার জন্য প্রয়োজন এ যুগের জাঠ-কালাপাহাড়! সাধারণ মানুষ সেই কালাপাহাড়ের আগমনের অধীর অপেক্ষায়!

প্রতিধ্বনির হরেক কার্যক্রম

প্রতিনিধি ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরনগর এলাকার প্রথিতযশা সাংস্কৃতিক সংগঠন ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থা, সম্প্রতি

তাদের কিছু নাট্য প্রযোজনা সহ সাংস্কৃতিক কার্মকান্ড জেলায়-বহির জেলা, রাজ্যে-বহির রাজ্যে, এমনকি জাতীয় স্তরের নাট্য দুনিয়ায় পৌঁছে গেছে এবং গভীর ভাবে সমাদৃত হয়েছে। দুনিয়ার সর্ববৃহৎ নাট্য উৎসব ভারত সরকারের পরিচালনাধীন জাতীয় নাট্য বিদ্যালয়ের সৌজন্যে ২৫ তম 'ভারত রঙ্গ মহোৎসব' এ ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনি প্রযোজিত ও ভাস্কর মুখার্জির নির্দেশিত নাটক 'ফেলে আসা মেগাহার্টজ' কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরে 'টেগর হল' এ প্রদর্শিত হওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। তাদেরই আয়োজনে সম্প্রতি বিশ্বনাট্য দিবস উপলক্ষে নাট্য কর্মশালা, বিশ্ব নাট্য দিবস উদযাপন এবং নাট্য সেমিনার অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়। নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরের তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংস্থার নৃত্য প্রশিক্ষক শ্রীমতি মাম্পি দাস পাল এবং সংস্থার বিশিষ্ট ও বর্ষীয়ান নাট্য কর্মী শ্রী পার্থ প্রতিম রায়। কর্মশালার শেষ দিনে সংগঠিত হয় বিশ্ব নাট্য দিবস উপলক্ষে নাট্য সেমিনার। বিষয় ছিল 'থিয়েটারে ওয়ার্কশপের গুরুত্ব'। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার বর্ষিয়ান নাট্য অভিনেতা শ্রী গৌরাঙ্গ মন্ডল, নাট্যাভিনেতা তথা পরিবেশ আন্দোলন কর্মী মাননীয় শ্রী অরিন্দম দে (বাপ্পাদা) এবং নাট্যকার-নাট্য নির্দেশক-নাট্যাভিনেতা মাননীয় শ্রী ভাস্কর মুখার্জি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সুশান্ত বিশ্বাস।

ঠাকুরনগর বর্ণমালার প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

সংবাদদাতা ঃ গত ১৯ এপ্রিল ছিল ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা বর্ণমালা আর্ট এন্ড কালচারাল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন সন্ধ্যায় বড়া গ্রামের বর্ণমালা অঙ্গনে সংস্থার ৮ ম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসের উদ্বোধন করেন বর্ণমালার প্রানপুরুষ বিশিষ্ট শিক্ষক ইন্দ্রনীল ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক ও সংস্থার সংগীত শিক্ষক দেবদাস বাইন প্রমুখ। সংস্থার কর্ণধার ইন্দ্রনীল বাবু সকলকে স্বাগত জানান। শিক্ষক নীরেশ বাবু বর্ণমালার ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন এবং সেই সঙ্গে বর্ণমালার উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধি কামনা করেন। সংগীত শিক্ষক শ্রী বাইনের কণ্ঠে বর্ণমালাকে নিয়ে তাঁরই রচিত সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত সংস্থার জন্মদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নৃত্য পরিবেশন করেন বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ও নৃত্য শিক্ষক তন্ময় প্রসাদ। শিক্ষার্থী অঙ্কুর রায়ের গাওয়া গান সকলের প্রশংসা লাভ করে। কচিকাঁচাদের সমবেত নৃত্যের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

গোবরডাঙ্গা আকাঙ্ক্ষা নাট্য সংস্থার আয়োজনে একদিনের বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্য কর্মশালা

প্রতিনিধি ঃ গত ১৯ এপ্রিল গোবরডাঙ্গা আকাঙ্ক্ষা নাট্য সংস্থার আয়োজনে সুপ্রসিদ্ধ হেরিটেজ তকমা প্রাপ্ত গোবরডাঙ্গা খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়ে একদিনের নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের সদস্য, অভিনেতা এবং পরিচালক দীপাঙ্ক দেবনাথ ও সুজয় পাল। স্কুলের ৩৬ জন ছাত্রকে নিয়ে শুরু হয় প্রশিক্ষণ। এই একদিনের কর্মশালায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্ররা অংশ নেয়। কর্মশালায় মূলত শারীরিক ব্যায়াম, অভিনয়, বাচিক এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় জানান, তারা ছাত্রদের সামাজিক এবং মানসিক উন্নয়নের জন্য পুনরায় নাট্য কর্মশালার ব্যবস্থা করবেন। সংস্থার সম্পাদিকা তনুশ্রী দেবনাথ (দত্ত) জানান, আকাঙ্ক্ষার বর্ষ ব্যাপি জাতীয় নাট্য উৎসবের পর এবারের পরিকল্পনা সমাজের পিছিয়ে পড়া নিম্নবৃত্ত শ্রেণীর শিশুদের নিয়ে কাজ করা।

পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস ও লেনিনের জন্মদিন পালন

প্রতিনিধি ঃ ২২ এপ্রিল সিপিআই(এম এল) পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস ও লেনিনের জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকুরিয়া পার্টি অফিসে পতাকা উত্তোলন ও তারপর মাল্যদান করা হয় পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রথম

সম্পাদক কমরেড চারু মজুমদার ও পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের প্রতিকৃতিতে। বক্তারা 'বিজেপি হারাও দেশ বাঁচাও' — এই স্লোগানকে সামনে রেখে বক্তব্য রাখেন।

স্কুল ভিত্তিক নাট্য কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ভিত্তি নাট্যকর্মশালার আয়োজন করেছে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা। গত ২২ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া কর্মশালায় তিনটি স্কুলের ৩০ জন ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহন করেছে। প্রতিদিন বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টি অবধি অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও সংস্থার নাট্যপরিচালক বিশ্বনাথ বাবু জানান, কর্মশালা থেকে শিক্ষার্থীগণ ৩ টি নাটক প্রস্তুত করবে। কর্মশালায় অংশ গ্রহনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাটক কে ঘিরে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

গোবরডাঙ্গা চিরন্তন এর নাট্যকর্মশালা

প্রতিনিধি ঃ ২৩ - ২৫শে এপ্রিল তিন দিনের বিশেষ নাট্যকর্মশালার আয়োজন করেছিল গোবরডাঙ্গা চিরন্তন। এই বিশেষ নাট্যকর্মশালার বিষয় ছিল নাটকে গৌড়ীয় নৃত্যের প্রয়োগ।

প্রশিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত গৌড়ীয় নৃত্য প্রশিক্ষক জয়ন্ত বিশ্বাস, বাংলার আদি এবং সুপ্রাচীন গৌড়ীয় নৃত্য কিভাবে নাটকে ব্যবহার করা যায় সেটাই ছিল এই নাট্যকর্মশালার মূল বিষয়। বাংলার বিভিন্ন মন্দির গাত্রে যেসব ভাস্কর্য রয়েছে সেগুলিকে উপজীব্য করে এই কর্মশালার ওপরে জোর দেওয়া হয়। ২৩ জন শিক্ষার্থী ভীষণ আনন্দ সহকারে এই কর্মশালা উপভোগ করে। আগামী মে মাসের ২৬ তারিখে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত শিক্ষার্থীদের শংসা পত্র দেওয়া হবে বলে দলের সম্পাদিকা সুতপা কর্মকার জানান। এই তিন দিনের কর্মশালার সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন দলের পরিচালক অজয় দাস।

গোবরডাঙ্গার সমস্ত নাট্য দলের একত্রিত কণ্ঠ, ট্যাগের আয়োজনে রক্তদান শিবির

প্রতিনিধি ঃ চৈত্র যেতে না যেতেই শুরু হয়ে গেছে প্রবল দাবদাহ , চারিদিকে রক্তের জন্য হাহাকার। গরমের দাপটে রক্ত দান শিবির কম হওয়ায় ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকে গেলেই শোনা যাচ্ছে, রক্ত নেই। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডোনার নিয়ে যেতে হচ্ছে। যা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। শুরু হচ্ছে ভোগান্তি। এই সমস্যা কিছুটা নিরসন করবার লক্ষ্যে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার সমস্ত নাট্য দলগুলির একত্রিত প্রয়াসে গড়ে উঠেছে ট্যাগ অর্থাৎ থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন অফ গোবরডাঙ্গা। সাধারণ মানুষ এবং নাট্য ব্যক্তিত্বসহ সর্বমোট ৫০ জন রক্ত দেন এই শিবিরে। প্রাথমিক ভাবে ট্যাগের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি হল উদীচী গোবরডাঙ্গা, গোবরডাঙ্গা রঙ্গভূমি, গোবরডাঙ্গা রূপান্তর, রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা, গোবরডাঙ্গা আকাঙ্ক্ষা, থিয়েটার রেপার্টরি, গোবরডাঙ্গা নকশা, আত্মজ, স্বপ্নচর, গোবরডাঙ্গা নাট্যায়ন ও নাবিক নাট্যম। তাদের মূল উদ্দেশ্য, সকল নাট্য দলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব গঠন করা এবং সকলের মিলিত প্রয়াসে সামাজিক কর্মকাণ্ড। এক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন গোবরডাঙ্গা রঙ্গভূমির কর্ণধার বিধান হালদার , উদীচীর কর্ণধার জয়দীপ বিশ্বাস, রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, রূপান্তরের সম্পাদক অভিক দাঁ, ও অন্যান্য দলের বন্ধুরা।

চাঁদপাড়ায় হরিচাঁদ গুরুচাঁদ স্মরণে অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও চাঁদপাড়া রেল ষ্টেশন সংলগ্ন ঢাকুরিয়া ১ নং রেল কলোনীতে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ গুরুচাঁদ মতুয়া মহাসংঘের উদ্যোগে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ স্মরণ অনুষ্ঠান হয়। এদিনের মতুয়া মহোৎসব উপলক্ষে হরি গুরুচাঁদ মন্দির ও উৎসব প্রাঙ্গন ফুল মালায় সাজানো হয়। সকাল থেকেই শুরু হয় পুজো পাঠ ও হরিনাম সংকীর্তন। বিভিন্ন এলেকা থেকে মতুয়া ভক্তজনেরা উৎসবে উপস্থিত হন।

উৎসবকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন মতুয়া ভক্ত দেবপ্রসাদ বালা ও জয়দেব বর্ধন প্রমুখ ভক্তজন। আসেন এলাকার ভূর্তপূর্ব বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, সমাজকর্মী উত্তম লোধ সহ বহু বিশিষ্টজন। দিনভর নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উৎসব প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। অপরাহ্নে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরন করা হয়। বহু ভক্তজনের উপস্থিতিতে এদিনের হরি গুরুচাঁদ স্মরণ অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

বিবাহের বিপ্রতীপ রূপ অনুসন্ধান

দেবাশিস রায়চৌধুরী

সম্প্রতি অজয় মজুমদার প্রণীত "সমপ্রেমী বিয়ে" বইটি হাতে এল। আমাদের জ্ঞানের পরিধি খুব সীমিত। অত্যন্ত জ্ঞানী অর্থাৎ পন্ডিত মানুষ থেকে আমাদের মত অত্যন্ত সাধারন মানুষ সকলেরই জানা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"! আসলে এইটাই সকলের জীবনের মূল প্রতিপাদ্য। যার জন্য প্রবাদও আছে— জানার কোন শেষ নেই। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ নতুন কিছু জেনে যেতে পারে।

আগেই উল্লেখ করেছি বইটির নাম "সমপ্রেমী বিয়ে"। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন বিবাহ রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু এই "সমপ্রেমী বিয়ে" বলতে আমরা কী বুঝি! এই বিষয়টি বুঝতে গেলে সবার আগে জানা প্রয়োজন সমপ্রেম কী? সহজ ভাষায় বলতে গেলে, একই লিঙ্গের (বায়োলজিকাল) দুজন যখন একে অন্যের প্রতি যে আকর্ষণ, সম্পর্ক বা যৌনতা অনুভব করে সেটাই হল সমপ্রেম। পুরুষ পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে অথবা নারী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, এই বিষয়টি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় খুবই অস্বাভাবিক । অনেকে একে বিকৃতি, পাপ বা অপরাধ মনে করেন, কেউ আবার ভাবেন এটা অসুখ। পুরুষের শরীর কিন্তু তার অন্ত রস্বত্ত্বা নারী, উল্টোদিকে কারও শরীর নারীর মতো কিন্তু তার অন্তর স্বত্ত্বা পুরুষের মতো। যেহেতু অন্তর প্রকৃতি আমাদের আচরণ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই হেতু এই ধরনের নারী পুরুষের মধ্যে তাদের আচরণ বিপরীত ধর্মী অর্থাৎ পুরুষ মেয়েলী আচরণে স্বস্তি পায়, পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে মেয়েদের সঙ্গেই সময় কাটাতে বা বন্ধুত্ব করতে চায়, উল্টোদিকে কিছু নারীদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে, তারা পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, তারা পুরুষ বন্ধুর পরিবর্তে মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক স্বাভাবিক থাকে এবং মনে মনে তাদের শরীর ও মনকে এক করতে চায়। ফলে পুরুষের শরীরে নারীর মন এবং নারীর শরীরে পুরুষের মন এই ধরনের অনেক মানুষ রূপান্ত রিত হতে চায়। তারা চায় দেহ ও মনে এক হয়ে উঠতে। এরা রূপান্তরকামী নামে চিহ্নিত হয়। স্বাভাবিক মানুষের মত এদের মধ্যেও প্রেম, যৌন বোধ থাকে। কিন্তু একজন পুরুষের দেহে নারীর মন, এরকম মানুষ নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না। তারা পুরুষের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াতে চায়। ফলে আমাদের নীতিবাগী সমাজের চোখে এটা বিকৃত মানসিকতা, অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হয়। তবে বিজ্ঞান এগিয়ে গিয়েছে, সময় এগিয়েছে। এই বিকাশের পথ ধরে এই ধরনের মানুষদের একটি বিশেষ শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মেল জেন্ডার, ফিমেল জেন্ডারের বাইরে থার্ড জেন্ডার হিসেবে এদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই থার্ড জেন্ডার যাকে এক কথায় LGBT বলা হয়। LGBT-র মধ্যেও কয়েকটি ভাগ আছে। 'L'এর অর্থ লেসবিয়ান। যা নারীর সাথে নারীর সম্পর্ক বোঝায়, 'G' অর্থ হল গে। অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক। 'B' অর্থ বাই সেক্সুয়াল (উভকামী)সম্পর্ক। আর 'T' অর্থ ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী। বর্তমানে LGBT ধারণা আরও প্রসারিত হয়ে LGBTIQ নামেও পরিচিত হচ্ছে।এখানে 'I' অর্থাৎ ইন্টার সেক্স। যাদের জন্মের সময় স্পষ্টভাবে স্ত্রী অথবা পুরুষ কোন লিঙ্গ স্বভাবিকভাবে পরিস্ফুট হয় না বা চিহ্নিত করা যায় না। তাদের ইন্টার সেক্স গোত্রে ফেলা হয়। 'Q' অর্থে কুইয়ার - কোশ্চেনিং বোঝায়। এরা বিপরীত লিঙ্গের পোষাক পরতে,সাজসজ্জা করতে ভালোবাসে।সেজন্য তাদের কুইয়ার অর্থাৎ, "অদ্ভুত' এই বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। আবার এরা কোন শ্রেণীভুক্ত হবে এই প্রশ্নও ওঠে বলে এদের কোশ্চেনিংও বলা হয়।

এই বিষয়গুলোর সম্বন্ধে সাধারণ ধারণাটুকু থাকলে বইটি পাঠ করার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। আমরা যতই বিষয়টিকে পাপ অপরাধ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, এই ধরনের মানুষদের মধ্যে প্রকাশ্যে তাদের মানুষ হয়ে বাঁচার অধিকারের দাবিও বাড়ছে। যার কারণে সারা পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম,ব্রাজিল, কানাডা, কলম্বিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, পর্তুগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সুইডেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে ইত্যাদি দেশে (বইটির সূচনা পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) সমপ্রেমী বিয়েকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ওই দেশগুলিতে এই বিয়ে অপরাধ পর্যায়ভুক্ত নয়। সুতরাং এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার পরিসরে নিয়ে আসার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন পূরণ করেছেন অজয় মজুমদার, তৃতীয় লিঙ্গ নিয়ে যার দীর্ঘ গবেষণা আমাদের অনেক অজানা বিষয়কে জানতে বুঝতে সাহায্য করেছে।

বাংলা সাহিত্যে সমপ্রেমী বিয়ে নিয়ে সম্ভবত এইটি প্রথম বই। হয়তো পরবর্তীকালে এই বিষয়ে আরো আলোচনা হবে। কিন্তু এই বইটি মাইলস্টোন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে বলে বিশ্বাস রাখতে ইচ্ছে হয়। বইটিতে মোট ১০ টি অধ্যায় জুড়ে আলোচনা বিস্তৃত হয়েছে। এই দশটি অধ্যায় হল, ১)বিয়ে, ২) সমপ্রেমী বিয়ের ইতিহাস, ৩) সমপ্রেমী বিয়ের অনুসন্ধান ও বিজ্ঞাপন,৪) সমপ্রেমিক দম্পতির সমস্যা অত্যাচার, ৫) সমপ্রেমের বৈধতা অধিকার ও বিবাহ বিচ্ছেদ, ৬) বিয়ের পর তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সম্পত্তির অধিকার, ৭) দত্তক ও সারোগেসি, ৮) তৃতীয় লিঙ্গের গণবিবাহ ও কুথান্ডাভার উৎসব, ৯) তৃতীয় লিঙ্গের কবিদের লেখার বিষয়, ভারতের সমপ্রেমী বিয়ের অবস্থান, ১০) সমপ্রেমী বিয়ের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতামত (সোশ্যাল মিডিয়া থেকে)। প্রতিটি অধ্যায়ের তথ্য ও যুক্তিসহকারে বিষয়টি বিশ্লেষণও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বিয়ে প্রসঙ্গে

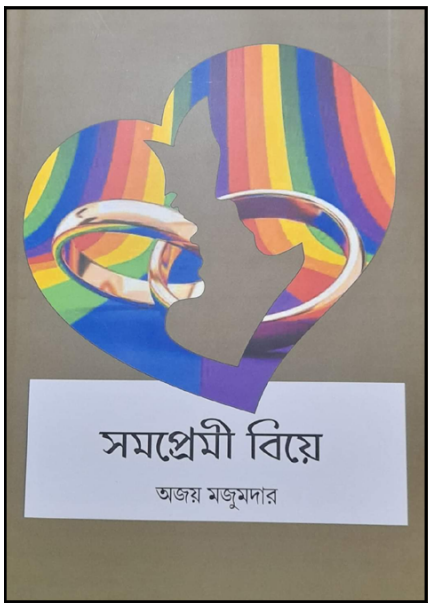

আলোচনা করা হয়েছে। বিয়ের সংজ্ঞা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ের প্রকারভেদ ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। বিয়ের সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে যে, "বিয়ে হল একটি সামাজিক বন্ধন, যাতে দুটি মানুষ পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতি ভেদে বিবাহের সংজ্ঞায় অন্যতম থাকলেও সাধারণভাবে বিবাহ এমন রীতি বা প্রথা যার মাধ্যমে দুজন মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ও সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। "

এই অধ্যায়ে আলিপুরদুয়ারের টোটো উপজাতি, রাজস্থানের গারসিয়া উপজাতি, বাংলাদেশের উত্তরে গারো, খাসি নামের দুটি মাতৃতান্ত্রিক উপজাতির বিবাহ রীতির বর্ণনা করা হয়েছে। বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমপ্রেমী বিবাহের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক জন বসওয়েলের লেখা থেকে জানা যায় যে,রোমান সম্রাট নিরো দুজন পুরুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিশ্বের প্রথম সমকামী বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নেদারল্যান্ডসে, ২০০০ সালে বৈধতা পাওয়ার পর ২০০১ সালে ওই দেশে প্রথম সমপ্রেমী বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটের মাধ্যমে সুইজারল্যান্ডে সমকামী বিবাহ বৈধতা পায়। ৬০% মানুষ এই বিয়ের পক্ষে এবং মাত্র ৩৬% মানুষ এই বিয়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ২০২১ সাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুসারে বিষয়টি আইনে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। তাইওয়ানে ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, সমকামী বিবাহ হতে না দেওয়া অসংবিধানিক। এরপর পার্লামেন্টে ৬৫ / ২৭ ভোটে বিলটি পাস হয়। ২০০৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে সমকামী বিবাহ বৈধ হিসেবে গণ্য হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় সমপ্রেমী বিয়ের বিজ্ঞাপন ও অনুসন্ধান। এই অধ্যায়ে বেশ কিছু কেস স্টাডি এবং সেইসব কেস স্টাডির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমপ্রেমী বিয়ে নিয়ে একটি বিজ্ঞাপনও চোখে পড়ে, "আমার এনজিও কর্মকর্তা ছেলের(বয়স ৩৬, ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি,) জন্য ২৫ - ৪০ বছরের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত পশুপ্রেমী নিরামিষাশী পাত্র চাই।" এইরকম একটি বিজ্ঞাপন সংযোজিত হয়েছে।

চতুর্থ পঞ্চম অধ্যায় মূলত সমপ্রেমী দম্পতির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, সমপ্রেমিকদের উপর পারিবারিক ও সামাজিক নিপীড়ন অত্যাচার কখনও সামাজিক বয়কট অথবা শারীরিক নির্যাতন এমনকি হত্যা পর্যন্ত হয়। তবে পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমকামী বা রূপান্তরকামীদের অধিকার আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে অধিকার আদায়ের বিভিন্ন ঘটনা তথ্য সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমকামী দম্পতির মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বেলজিয়ামে সমলিঙ্গের বিবাহে বিচ্ছেদের হার দুই শতাংশ মাত্র। ডেনমার্কের বিষমকামীদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের তুলনায় সমলিঙ্গের বিবাহ বিচ্ছেদ অনেক কম। নেদারল্যান্ডসে পুরুষ সমকামীদের তুলনায় নারী সমকামী দম্পতিদের মধ্যে বিচ্ছেদের হার বেশি। নরওয়ে সুইডেনে বিপরীত লিঙ্গের দম্পতির মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের তুলনায় সমলিঙ্গের দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের হার-৫০ শতাংশ কম।

পরের অধ্যায়গুলিতে বিয়ের পর তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সম্পত্তির অধিকার, দত্তক, সারোগেসি, তৃতীয় লিঙ্গের গণবিবাহ, তৃতীয় লিঙ্গের কবিদের লেখার বিষয়, ভারতের সমপ্রেমী বিয়ের অবস্থান এবং সমপ্রেমী বিয়ে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতামত সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বইটিতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে ভারত বাংলাদেশের অনেক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। আবার কিউবার ক্ষেত্রে সমকামীরা যেমন বিয়ে করতে পারবেন, তেমনি বিনা ঝঞ্ঝাটে সন্তান দত্তক নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে পরিবারের সমকামী দম্পতিদের সমান অংশীদারত্ব থাকবে। তবে সারোগেসি আইনসিদ্ধ হলেও তার জন্য বেশ কিছু নিয়ম মানতে হয়।। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের মধ্যে গণবিবাহের উল্লেখ বইটিতে আছে। ভারতের তামিলনাড়ুর কুভাবামে কুথান্ডাভার উৎসবে প্রচুর তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা সমবেত হন এবং ইরাবান দেবের মন্দিরে দেবতাকে সাক্ষী রেখে অনেক সমপ্রেমী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এছাড়া কর্নাটকের ইয়েলাম্মার মন্দির। সেখানে প্রতিবছর মাঘী পূর্ণিমায় দেবী ইয়েলাম্মার মেলা বসে। সেখানেই যেসব নারী দেবদাসী হতে চায়, তারা সত্যাম্মা কুন্ডে স্নান করে নগ্ন অবস্থায় উঠে আসে। ওখানে নতুন বস্ত্র নিয়ে হিজড়ারা দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের হাত থেকেই শাড়ি নিয়ে পরতে হয়। ওই অবস্থায় হিজড়ে বা যোক্তাদের সঙ্গে মন্দির সাতপাক ঘুরতে হয়। এরপর তারা দেবদাসী হিসেবে কোন যোক্তার অধীনে সারা জীবন কাটায়। এছাড়াও এখানে বেশ কিছু রূপান্তরকামী বর-কনের বেশে এসে বিয়ে করে। বইটিতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের লেখা কবিতা সংযুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় আদালতে যখন ৩৭৭ ধারা অর্থাৎ সমলিঙ্গ মানুষের মধ্যে বিবাহের স্বীকৃতি ও বৈধ করার আর্জি জানানো হয়েছিল, সেই সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পক্ষে-বিপক্ষে যে সমস্ত মতামত উঠে এসেছিল সেগুলো শেষ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে পাঠকের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা এবং স্বাধীন মত প্রকাশের পরিসর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

বইটি শেষ করার পর মনে হয়, কত অজানাকে আজ জানা হয়ে গেল। বিশেষত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের সম্পর্কে অনেক পুরনো ধ্যান-ধারণা বদলে যায়। অনেক অজানা বিষয়ে বন্ধ দরজা খুলে যায়। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের বিভিন্ন (শারীরিক - মানসিক - সামাজিক) সমস্যা বুঝতে এই বই সাহায্য করবে, অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই আন্দোলনের ইতিহাস জানা যাবে।। একটু ভিন্ন ধরনের বিষয় পড়তে জানতে যারা আগ্রহী তাদের কাছে বইটি মূল্যবান সংগ্রহ হতে পারে। তবে বইটিতে সমপ্রেমী বিয়ে নিয়ে আরও কিছুটা আলোচনা অথবা অধ্যায় যুক্ত হলে বইটি সার্থকনামা হয়ে উঠত। বইটি সম্পাদনা আরও সুসংহত হলে ভালো লাগত। খুব সামান্য হলেও দু'একটা জায়গায় অসম্পূর্ণ বাক্য রয়ে গেছে। অধ্যায় বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক অধ্যায়ের বিষয় অন্য অধ্যায়ে সংযোজিত হয়ে গেছে বলে মনে হয়। দুটি উদাহরণ দিই, পঞ্চম অধ্যায়ে "দেশে দেশে বিয়ের অধিকার (পৃ:৭৩) যদি," সমপ্রেমী বিয়ের ইতিহাস" (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) যুক্ত হত অথবা "চতুর্থ অধ্যায়ের (সমপ্রেমী দম্পত্তির সমস্যা ও অত্যাচার") গে-ইন্ডিয়া ম্যাট্রিমনি (পৃ : ৫০-৫১) যদি তৃতীয় অধ্যায়ে (সমপ্রেমী বিয়ের অনুসন্ধান ও বিজ্ঞাপন) যুক্ত হত তাহলে পাঠকের পক্ষে সুবিধা হত। এই সামান্য শিথিলতা ছাড়া বইটির বিষয়বস্তু, প্রচ্ছদ,মুদ্রণ সব কিছুই মেধা ও দৃষ্টিকে শাণিত করে। বইটি পাঠক আদৃত হোক।

সমপ্রমী বিয়ে
অজয় মজুমদার
অরুণা প্রকাশন,কলকাতা
মূল্য ২৫০ টাকা

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626 মোনালিসা ফার্ণিচার

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত চাঁদপাড়ার পূরবী মেঘ উৎসব

নীরেশ ভৌমিকঃ চাঁদপাড়ার মিলন সংঘ ময়দানে অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী নৃত্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠান পূরবী মেঘ ড্যান্স স্কুল আয়োজিত পূরবী মেঘ উৎসব ২০২৪। আলোকজ্জ্বল ও দর্শনীয় মঞ্চে সংস্থার ছোট বড় নৃত্য শিক্ষার্থীগণ একক ও সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে। মাঠ ভর্তি দর্শক উপস্থিত বিশিষ্টজনদের সাদর অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ও নৃত্য প্রশিক্ষক মৃন্ময় সাহা ও অরূপ সরকার। উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক বর্ষিয়ান সংগীত শিল্পী শোভা নন্দী ও সংস্থার অংকন শিক্ষক প্রদীপ নন্দী। উদ্যোক্তারা এদিন গুণীজন সংবর্ধনায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে, সম্মান জ্ঞাপন করেন। বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয় চাঁদপাড়ার অ্যাক্টো নাট্য সংস্থা ও দীঘা বিদ্যাসাগর সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধি সোমা চক্রবর্তী ও শ্যামলী গুহকে। এদিনের সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত জি বাংলা খ্যাত ছোট হাম্পটির (আদর্শ) উজ্জ্বল উপস্থিতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে। এবারে উৎসবের অন্যতম আকর্ষন ছিল নৃত্যনাট্য নৃসিংহ এবং স্বনামধন্য কোরিওগ্রাফার অরূপ ও মৃন্ময় এর নির্দেশনায় পরিবেশিত গানের নাটক দর্শকমণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

হনুমানজয়ন্তী উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিকঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও হনুমান জয়ন্তী উপপক্ষে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া চৌমাথায় সবুজ সংঘ অঙ্গনের হনুমান মন্দিরে মহা সমারোহে বজরঙবলীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীর দিন সকালেই মন্দির ও অঙ্গন ফুল মালায় সাজানো হয়। সকাল থেকেই বজরঙবলীর বহু ভক্ত পুজো দিতে মন্দিরে চলে আসেন। দিন ভর চলে হনুমান জীর পুজো পাঠ। সংগঠক শ্যামল মণ্ডল ও রতন রায় জানান, সন্ধ্যে পর্যন্ত বহু মানুষ মন্দিরে আসেন ও পুজোয় অংশ নেন। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরন করা হয়।

স্বর্ণব্যবসায়ীদের বিবাদ চরমে, অভিযোগ

সংবাদদাতাঃ স্বর্ণশিল্পী সমিতির চাঁদপাড়া শাখার বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব অবশেষে চরমে উঠল। এই বিবাদের সূচনা সমিতির বিগত সম্মেলনের সময় থেকেই এই। বিগত সম্মেলনে ভোটাভুটিতে পরিচালন সমিতির ক্ষমতা পরিবর্তন হয়। বিদায়ী কমিটির কয়েকজন সেই পরাজয় মেনে নিতে পারেনি। সেই থেকে নতুন কমিটির সাথে তাঁদের কয়েকজন অসহযোগিতা করে আসছেন বলে অভিযোগ। বিক্ষুব্ধ সদস্যদের কয়েকজন সমিতির কার্যালয়ে পোষ্টার ও তালা মারে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যগণ তালা মারার ঘটানোর কারণ জানতে চান। বিক্ষুব্ধ সদস্যদের নিকট থেকে কোন সদুত্তর না মেলায় তাঁদেরকে বহিস্কার করা হয়। গাইঘাটা থানাতেও সমিতির অফিসে তালা মারার ঘটনায় জড়িত সদস্যদের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়। বক্ষুব্ধ এক সদস্য জানান, সম্পাদকের কিছু অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারিনি। সকলকে নিয়ে আলোচনা সভা করে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আমরা তা মেনে নেব। সমিতির মহকুমা শাখার সম্পাদক ও জেলা নেতৃত্ব বিনয় সিংহ জানান, সমিতির চাঁদপাড়া শাখা কমিটি সমস্ত নিয়মাবলী মেনেই কার্যালয়ে তালা মারার ঘটনায় জড়িত বিক্ষুব্ধ সদস্যের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। আমরা চাই দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে সমিতির ১৩০ জন সদস্যই একত্রিত হয়ে কাজ করুক।

বেহাল ষ্টেশন রোড

প্রথম পাতার পর

২ ও ৩ নং প্ল্যাটফমে টানা যাত্রী শেডের জন্য পিলার তোলা ও প্ল্যাটফর্ম উঁচু করার কাজ শুরু হওয়ায় ওই রেল সড়কের উপর ইট, পাথর, বালি ও টাইলস্ ইত্যাদি ফেলে রাখার কারনে রেল সড়কটি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় যানবাহন সহ সাধারন মানুষজন ও রেল যাত্রীদের যাতায়াত খুবই দুস্কর হয়ে উঠেছে। রাস্তায় চলাচলে মাঝে মধ্যেই দুঘটনার শিকার হতে হচ্ছে মানুষজনকে। ষ্টেশনের উত্তরের রেলগেট হয়ে শালবাগানের মধ্য দিয়ে টিকিট কাউন্টার অবধি যাতায়াতে নিত্য দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

অন্যদিকে ষ্টেশনের ২ ও ৩ নং প্ল্যাটফর্মে শৌচালয় ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের বাইরের রাস্তায় এসে অটো, টোটো ও ভ্যান রিক্সায় ওঠার জন্য ফুট ওভার ব্রিজটি সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ তিন নম্বর লাইনে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকা মাল ট্রেনের তলা দিয়ে যাতায়াত খুবই বিপজ্জনক, ঘটছে দুর্ঘটনা। এছাড়া ষ্টেশনের পশ্চিমপাশে ১টি টিকিট কাউন্টার তৈরির দাবি করছেন রেলযাত্রী সাধারন।

মহিলাদের উপর হামলার অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

মারামারিতে তিনজন জখম হন। তিনজন মহিলাদের বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে বাগদা বাজার এলাকায় বনগাঁ বাগদা সড়ক এবং বনগাঁ বাটামোড় এলাকায় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

শান্তনু ঠাকুর বলেন, তৃণমূলের গুন্ডারা পরিকল্পিতভাবে আগ্নেয় অস্ত্র

নিয়ে আমার উপর হামলা চালিয়েছেন। ইট পাটকেল ছোড়া হয় আমার গাড়ি লক্ষ্য করে।

বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, পুলিশের সহযোগিতায় তৃণমূল এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমূলের কোনো যোগ নেই দাবি করে বাগদা পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সরদার বলেন, শান্তনু ঠাকুর ২৪ ঘন্টা নেশা ভাঙ্ করে থাকেন। সব সময় ক্ষিপ্ত থাকেন। গ্রামের মহিলারা জানতে চেয়েছিলেন, তিনি কেন এতদিন এলাকায় আসেননি। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গুন্ডাদের দিয়ে সাধারণ মহিলাদের মারধর করা হয়েছে। ঘটনায় জখম মৌসুমী মল্লিক নামে এক মহিলা বলেন, 'আমরা কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে যাইনি। আমফান করোনার সময় কেন সাংসদ আসেননি, এটাই জানতে চেয়েছিলাম। বিজেপির মহিলা কর্মীদের পাশাপাশি পুরুষরাও আমাদেরকে মারধর করেছে। এদিন বাগদা থেকে ফেরার পথে বনগাঁ বিডিও অফিস এলাকায় শান্তনু ঠাকুরের গাড়ি দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। এ বিষয়ে শান্তনু ঠাকুর অভিযোগ করে বলেন, 'প্রচারের সময় নষ্ট করার উদ্দেশ্যে এই কাজ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছি। পুলিশ জানিয়েছে, এটা রুটিন তল্লাশি।

এ বিষয়ে বনগাঁ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'মহিলারা শান্তনু ঠাকুরের কাছে জানতে চেয়েছিল। তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। বিজেপি একটা উচ্ছৃংখল দল। অন্য রাজ্যের কালচার এখানে আনতে চাইছে। মানুষে এর জবাব দেবে।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— Mob. : 9733087626

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**